বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর

কার্যক্রমের প্রতিবেদন

প্রারম্ভিক ভূমিকাঃ নোয়াখালী জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উপজেলা হল কোম্পানীগঞ্জ। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে,বর্তমান সিরাজপুর ইউনিয়নের যুগিদীয়া নামক স্থানে নদী বন্দর ছিল। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী এখানে ব্যবসা বানিজ্য করত। নদীপথে কোম্পানীগঞ্জের সাথে কলিকাতার যোগাযোগ ছিল।জানা যায় যে, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে নামকরণ করা হয় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্র হল বসুরহাট। নোয়াখালী জেলার ব্যবসা প্রাণকেন্দ্র চৌমুহানীর পরে বসুরহাটের স্থান। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অনেক মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্টে বসবাস করে ফলে ঐতিহ্যগতভাবে তারা ধনী।তাছাড়া এলাকায় বসবাস করে অন্যান্য প্রবাসী অনেক ব্যবসায়ী । এ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করে অনেক জ্ঞানীগুনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।যাদের মধ্যে অন্যতম হলো নির্বাচন কমিশনান জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব:), সাবেক মন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি ব্যরিষ্টার মওদুদ আহম্মেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সড়ক ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এম.পি।

প্রেক্ষাপটঃ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে শুরম্ন হয় দেশ পূর্ণগঠনের কাজ।১৯৭৫ খ্রিঃ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন। এরপর দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য।বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হানাহানি,মারামারির ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার পরিবেশ বিনষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতির স্বীকার হন বসুরহাটের ব্যবসায়ীগণ। ঐ সময়ে বসুরহাট বাজারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক কর্মসূচী ও পাল্টা কর্মসূচীর দ্বারা ভাংচুরের শিকার হয়। ফলে অনেক ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে বাজার ত্যাগ করতে হয়। এমতাবস্থায় বসুরহাট বাজারের ব্যবসায়ীগণ একদিন জমায়েত হয় এ পরিস্থিতি হতে কী ভাবে উত্তোরণ ঘটানো যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন প্রস্তাব করে, পরে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় সমবায় সমিতি গঠন করার। ১৯৮৬ সালে বসুরহাট বাজারে যাত্রা শুরু করে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমিতি। ০৩/০৪/১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে ১৩ (নোয়া) নিবন্ধন সংখ্যার বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি নিবন্ধন লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলোঃ (১)সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা (২) সমবায় ভিত্তিতে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যে মুলধন সংগ্রহ ও সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা (৩) মিতব্যয়িতা সঞ্চয় জমা এবং শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মুলধন গঠন করা (৪) সভ্যদিগকে ঋণ দাদন করার জন্য মুলধন সংগ্রহ করা (৫) কারবারের মুনাফা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে জমি,গৃহাদি কারখানা বা অন্য কোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা, বন্দোবস্ত লওয়া বা অন্য কোন প্রকারে সংগ্রহ করা। উক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ সর্বদা সচেষ্ট।

সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন সংক্রান্তঃ উক্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১০৪৩ জন। বসুরহাট পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের মির্জা, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সাহাব উদ্দিন , সাবেক মেয়র ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানসহ বসুরহাটের প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত সমবায় সমিতির সদস্য।প্রতি তিন বছর অন্তর উক্ত সমবায় সমিতির জাঁকজমকভাবে পূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমিতির নির্বাচনে সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং কয়েক হাজার উৎসুক জনতা বাজারে জমায়েত হয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার জন্য। নির্বাচনের প্রতিক বরাদ্ধের পর সমস্ত বাজার ও আশপাশের এলাকা পোষ্টার, পেষ্টুনে ভর্তি হয়ে যায়।এ নির্বাচনের জৌলস একটি পৌসভার নির্বাচনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নির্বাচনে ভোটারা প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দেয়।

মুলধনঃ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর শেয়ার মূলধন ১,৯৬,০৭,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,৯৩,৮২,৭২৩/- টাকা এবং কার্যকরী মুলধন ৪,৭০,২৭,৭২৩/- টাকা। ২০১৯-২০ খ্রিঃ উক্ত সমবায় সমিতির নীট লাভ ১১,৩২,৮৫৫/- টাকা। প্রায় পোনে ৫ কোটি টাকা মুলধন থাকায় বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর আর্থিক অবস্থান সুসংহত। সমিতির সঞ্চয়ের বিপরীতে তারল্য ২০%-

২৫% নিয়মিত থাকে।ভাল মুলধন থাকার ফলে সমিতি চক্রাকারে বছরে সাড়ে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার ঋণ কার্যক্রম করে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৮৫%। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভার পর সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

সম্পদ সংক্রান্তঃ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বসুরহাট বাজারের প্রাণকেন্দ্রে ক্রয়কৃত ০৩ শতক, বন্দোবসত্মকৃত ০৩ শতক জমি রয়েছে।উক্ত জমিতে পাকা ভবন ও টিনসেড ঘর রয়েছে। বর্ণিত জমির দালিলিক মূল্য ১০ লক্ষ টাকা কিন্তু বাজার মুল্য বর্তমানে প্রায় ২ কোটি টাকা। সমিতির টিনসেড ঘর ভেঙ্গে পাকা শপিং কমপ্লেক্স করার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে ব্যবস্থাপনা কমিটি জানায়।

সভা সংক্রামত্মঃ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা প্রতি মাসে ০২ বার অনুষ্ঠিত হয়।তাছাড়া প্রতিবছর বিধিবদ্ধ অডিট সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা করার পূর্বে সাধারণ সদস্যদের মাঝে নোটিশ জারী করা হয় এবং এলাকায় ব্যাপক মাইকিং করা হয়।ফলে বার্ষিক সাধারণ সভায় ৯০-৯৫% সদস্য যোগদান করে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের উলেস্নখযোগ্য ভাল কাজের জন্য পুরষ্কার প্রদান করে সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করা হয়।

কর্মচারী সংক্রান্ত বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বেতন ভুক্ত ০৬ জন কর্মচারী রয়েছে।কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবত প্রতি বছর গড়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সমিতির কর্মচারীগণ যথেষ্ট দক্ষ ও পেশাদার। কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থা আছে। সমিতিতে হিসাব সংক্রামত্ম কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক কর্মকান্ডঃ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চেম্বার অব কমার্স এর ভুমিকা পালন করে। ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসাবে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে। বসুরহাট বাজারের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিবাদ মিমাংসা করা বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্যতম সফল কাজ।উক্ত সমিতি নিবন্ধনের পর থেকে বসুরহাট বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বন্ধ সংঘাত হয়নি। দ্বন্ধ সংঘাত মিমাংসা করার জন্য বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ সালিশ উপ- কমিটি রয়েছে।সমিতির কর্মএলাকায় দুঃস্থ, অসহায় গরীব লোকদের নানা রকম আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করা হয়। অসহায় গরীব লোকদের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য প্রদান, চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা হয়।গরীর ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার জন্য বইপত্র প্রদান,পরীক্ষার ফি প্রদান করা হয়।দুঃস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালন করা হয়।বর্তমানে কোভিড-১৯ করোনা মহামারি কালে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ নিজস্ব তহবিল হতে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগীতায় ব্যাপক ত্রাণ বিতরণ করে। করোনা মহামারি কালে লকডাউন চলা কালে লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রশাসনের সাথে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ব্যাপক তৎপরতা চালায়।বর্তমানে স্বাস্থ্য বিধি মেনে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ বসুরহাট বাজারে (No mask No service) শ্লোগানে নিয়মিত মনিটরিং করে।

কাজের স্বীকৃতিঃ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর আর্থ সামাজিক অবদান কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখে। সমিতির কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯১ খ্রিঃ এবং ১৯৯৭ খ্রিঃ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে।

মোঃ বেদন হোসেন খান
জেলা সমবায় অফিসার
নোয়াখালী।